তৃতীয় দিন

Vol. 5 Issue 3 7th February-2016

Jalsa Bulletin-2016

জলসা বুলেটিন-২০১৬

...a Muslim Jama'at, Bangladesh
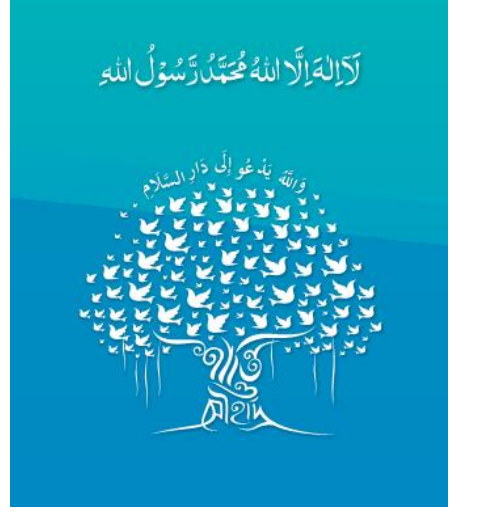
আজ আমাদের প্রাণপ্রিয় খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) লন্ডন তাহের হল থেকে সরাসরি সমাপনী ভাষণ প্রদান করবেন

প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর ইলহাম-

"پہلے بنگالہ کی نسبت جو کچھ حکم جاری کیا گیا تھا اب ان کی دلجوئی ہوگی۔"

'ইতোপূর্বে বাংলা সম্বন্ধে যেসব আদেশ জারী করা হয়েছিল এখন তাদের মনস্তুষ্টি করা হবে।'

আল্লাহ তা'লার অপার অনুগ্রহে জলসার দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান সফলতার সমাপ্ত

জলসার দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশন শুরু হয় সকাল ৯.৩০ মি: এ পবিত্র কুরআন পাঠের মাধ্যমে এতে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মেজর (অব.) বি আকরাম খান চৌধুরী, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, মিরপুর।

বক্তৃতাপর্বে **নামায প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য এবং আমাদের করণীয়** বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান। তিনি তার বক্তৃতার শুরুতেই কুরআনের আলোকে নামায প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব দর্শকদের উদ্দেশ্যে তুলে ধরেন। এবং কুরআন শরীফে শুধুমাত্র ইসলাম ধর্মের জন্যই নামাযের শিক্ষা দেয়া হয়নি বরং প্রতিটি ধর্মের জন্যই এই শিক্ষা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছিল তা-ও উল্লেখ করেন। উদাহারণ স্বরূপ তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল (সা.)-এর পূর্বে আগত কয়েক জন নবীর কথা উল্লেখ করেন যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা নামায প্রতিষ্ঠার আদেশ দিয়েছিলেন। এছাড়া তিনি নবী করীম (সা.)-এর হাদীস এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বাণী থেকেও নামায প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন। পরিশেষে এ প্রেক্ষিতে আমাদের করণীয় কি তা বর্ণনা করে তার বক্তৃতা শেষ করেন।

এরপর ইসলামে পর্দার গুরুত্ব বিষয়ে বক্তব্য রাখেন, ডাক্তার মনিরুল ইসলাম। তিনি তার বক্তৃতার শুরুতে কুরআনের আলোকে ইসলামী পর্দার নিয়ম কানুন তুলে ধরেন। ইসলাম ধর্মে নারী পুরুষ উভয়ের পর্দার ব্যাপারে কি শিক্ষা দেয় তাও তিনি তুলে ধরেন। ইসলাম কোন কঠোরতা পছন্দ করে না। উদাহারণ স্বরূপ একজন মহিলা যদি অসুস্থ হন তবে তাকে পর্দার খাতিরে মহিলা ডাক্তার না পাওয়া সত্ত্বেও পুরুষ ডাক্তারের চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারবে না এই শিক্ষা ইসলাম দেয় না বরং প্রয়োজন হলে পুরুষ ডাক্তারের নিকট যাওয়া যাবে এবং কোন সংকোচ ছাড়াই বিস্তারিত বর্ণনার মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে কেননা এটি একজন মানুষের জীবন মরনের ব্যাপার। এভাবেই বক্তা তার বক্তৃতাকে উৎকৃষ্ট উপমার মাধ্যমে সকলের সামনে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেন। খিলাফতে আহমদীয়ার বিভিন্ন খলীফার উক্তি দিয়ে তিনি তার বক্তৃতা শেষ করেন।

এ পর্যায়ে বিশেষ ভাষণ প্রদান করেন মওলানা সৈয়দ শামশাদ আহমদ নাসের। হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি তাঁর বক্তৃতার শুরুতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তক আল-ওসীয়্যত থেকে কুদরতে সানীয়ার উল্লেখ করেন। তিনি দ্বিতীয় কুদরত অর্থাৎ খিলাফতের প্রতি বিশ্বস্ততা এবং পূর্ণ আনুগত্য দেখানোর নসীহত করেন। একই সাথে তিনি বলেন, একজন মানুষের নামায ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয় না যতক্ষণ না সে খিলাফতের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করে। তাই তিনি আমাদের সকলকে বেশী বেশী খলীফায়ে ওয়াক্তের নিকট দোয়া চেয়ে চিঠি লেখার পরামর্শ দেন। তিনি এটিও বলেন, আমরা যেন শুধু দুঃসময়ে হুযূরের কাছে দোয়া না চাই বরং আমাদের খুশির মুহূর্ত গুলোও যেন খলীফার সাথে ভাগাভাগি করি। এভাবে তিনি বিভিন্ন নসীহত মূলক কথা দিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

এরপর দোয়ার তত্ত্ব এবং এর কার্যকারিতা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। তিনি বক্তৃতার শুরুতেই আবেগাপ্লুত হয়ে পবিত্র কুরআন শরীফ থেকে সবচেয়ে উত্তম দোয়া সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করেন। এর পাশাপাশি তিনি বলেন, এই সূরা একজন বিপথগামীকে

৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সাবেক সদর এবং কেন্দ্রীয় বাংলা বিভাগের দায়িত্বে থাকা জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হাদী সাহেবের সাক্ষাৎকার

বিভিন্ন বিষয়ে আমরা তার সাথে কথা বলি, তিনি আমাদেরকে বলেন, ১৯৯৪ সাল থেকে তিনি ইউকেতে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। সেখানে তিনি লোকাল বাংলা ডেস্ক এবং সেন্ট্রাল বাংলা ডেস্কের দায়িত্বে বিভিন্ন কাজ করে আসছেন এবং এমটিএ-বাংলা সংবাদে প্রথম থেকে দীর্ঘ দিন সংবাদ পাঠ করেছেন। ইউকে প্রবাসীদের মাঝে সত্যের সন্ধানের জন্য প্রথম লিখিত আবেদন হুযূর (আই.)-এর খেদমতে তিনি প্রেরণ করেন এবং হুযূর (আই.) একান্ত দয়া পরবশ হয়ে তার অনুমতি প্রদান করেন, আলহামদুলিল্লাহ।

তিনি একটি বিষয়ে স্মৃতি চারণ করতে গিয়ে উল্লেখ করে বলেন, ১৯৯১ সালে ৫০ জন বাঙ্গালী ইউকে জলসায় যোগদান করেন, তখন রুটি প্লান্ট নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আমরা বাঙ্গালীরা ১০ হাজার রুটি বানিয়েছিলাম যার উল্লেখ হুযূর জলসায় দোয়ার আবেদন করেছিলেন।

বাংলাদেশে হিউম্যানেটি ফার্স্টে রেজিষ্ট্রেশন বিষয়ে তিনি বলেন, ২০০৭ সালে কানাডা, ইউএসএ এবং ইউকে থেকে প্রতিনিধি এসেছিলেন। ইউকে-এর তিন সদস্যের মধ্যে তিনি একজন ছিলেন। সে সময় এটি বাংলাদেশে রেজিষ্ট্রেশন হয়।

নতুন প্রজন্মদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার আছে কি না জানতে চাইলে, তিনি বলেন, পড়ালেখায় যেন তারা উন্নতি করে আর এ ক্ষেত্রে আমাদেরকে উৎসাহিতও করা দরকার। আমরা আহমদী, আমাদের মূল মাপকাঠি হলো তাকওয়া। তাই আমাদের সবাইকে তাকওয়াশীল হওয়া উচিত, সেই সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামায বাজামাত আদায় করার চেষ্টা করতে হবে এবং নিয়মিত চাঁদা প্রদান করতে হবে। সব সময় হুযূর (আই.)-এ জুমুআর খুতবা যেখানেই থাকি না কেন আমাদেরকে শুনতে হবে।

জলসায় যোগদান করতে পেরে অনেক ভালো লাগছে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ
মৌলভী এস এম তৌহিদুল ইসলাম

আজকের অনুষ্ঠানসূচী

সকাল ৯.৩০মিনিট থেকে ১২.৩০ মিনিট

সভাপতি	:	অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী নায়েব ন্যাশনাল আমীর-১,আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ
আর্থিক কুরবানী হলো খোদা প্রেমের আবশ্যক শর্ত।	:	মওলানা বশিরুর রহমান, মুরুব্বী সিলসিলাহ্
বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ভূমিকা।	:	অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী নায়েব ন্যাশনাল আমীর-১,আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ এর বার্ষিক কার্যক্রমের প্রতিবেদন।	:	আলহাজ্জ মোবাশ্বের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর,আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ
কৃতি ছাত্র -ছাত্রীদের পুরুস্কার বিতরণী।		মোহতরম হুজুর(আই.)কর্তৃক নির্ধারিত সম্মানিত কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি।

সমাপ্তি অধিবেশন

দুপুর ২.৪৫মিনিট থেকে ৫.১৫ মিনিট

সভাপতি	:	**হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ আল খামেস(আই.)**
সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়া		**সমাপ্তি অধিবেশন লণ্ডন থেকে পরিচালিত এবং এমটিএ এর মাধ্যমে সম্প্রচারিত।**

"ধর্মের উদ্দেশ্যে আজ কেবল আহমদীরাই জীবন, সম্পদ ও সময় বিসর্জন দিয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতেও বাংলাদেশে অথবা পৃথিবীর অন্য কোন দেশ বা অঞ্চলে যতদিন এসব কুরবানী দেয়ার প্রয়োজন হবে আহমদীরা তা দিতে থাকবে, ইনশা'ল্লাহ্ তা'লা।"

[হযরত খলীফাতুল মসীহ্ খামেস (আই.)]

জলাসা বুলেটিনের পক্ষ থেকে কাদীয়ান থেকে আগত সদস্যের সাক্ষাৎকার

শুরুতেই আপনার এবং আপনার পিতার নাম জানতে চাচ্ছি-

আমার নাম- চৌধুরী ইশান আহমদ এবং আমার বাবার নাম হচ্ছে চৌধুরী লতীফ আহমদ সাহেব।

আপনার জন্মস্থান কোথায় এবং বর্তমানে আপনি কি করছেন এ সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন।

আমি ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের বাটালায় জন্মগ্রহন করি যা কাদীয়ান থেকে ১৮ কিলোমিটার দুরুত্বে অবস্থিত আর আমি ২০১৪ সালে জামেয়া আহমদীয়া কাদীয়ান থেকে মুরুব্বী কোর্স সুসম্পন্ন করেছি তারপর আমাকে মারকযি অডিট কমিটি অফীস আওর আঞ্জুমানে আহমদীয়া কাদীয়ানে কাজ করার সুযোগ দেয়া হয়। বর্তমানে আমি কাদীয়ানেই অবস্থান করছি।

আপনি কি জন্মগত আহমদী?

জি হ্যাঁ আমি জন্মগত আহমদী।

আপনি কি এই প্রথম বাংলাদেশে এসেছেন?

জি আমি বাংলাদেশে এই প্রথমবার এসেছি।

বাংলাদেশ আপনার কাছে কেমন লাগছে?

আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভাল লাগছে। হযরত মসীহ মাউদ (আ.)-এর উপর আল্লাহ তা'লা যে ইলহাম করেন, "আমি তোমার প্রচারকে দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে পৌছাব" এর পূর্ণতার একটি বাস্তবিক চিত্র এখানে দেখতে পাচ্ছি। আল্লাহ তা'লার নিকট অনেক অনেক শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

বাংলাদেশের সালানা জলসা আপনার কাছে কেমন লাগছে?

বাংলাদেশের জলসায় অংশগ্রহন করতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যমান মনে করছি। জলসায় একটি আধ্যাত্মিক পরিবেশ বিরাজমান। কিন্তু আমি একটি বিষয় উপলব্ধি করছি যে এমন বদ্ধ পরিবেশে জলসার সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা অনেক কঠিন তাই আমার একান্ত দোয়া হচ্ছে আল্লাহ তা'লা বাংলাদেশকেও কাদীয়ানের মত খোলা মাঠে জলসা করার তৌফিক দান করুন এবং সকল প্রকার বিরোধিতা থেকে রক্ষা করুন।

আপনাকে ধন্যবাদ।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ, মওলানা নাসের আহমদ

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্মবিশ্বাস

ইসলামের মৌলিক বিষয়ে অন্যান্য সুন্নী মুসলমানদের বিশ্বাস আর আমাদের বিশ্বাস এক ও অভিন্ন। এ প্রসঙ্গে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর লেখার একটি অংশ উদ্ধৃত করছি। তিনি বলেনঃ

"আমরা ঈমান রাখি, খোদা তা'লা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি, কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'আলা যা বলেছেন এবং আমাদের নবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে যা বর্ণিত হয়েছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তা সবই সত্য। আমরা এ-ও ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হয় অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্যকরণীয় বলে নির্ধারিত তা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধকরণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিরোধী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিচ্ছি, তারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা **'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'**-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করে। কুরআন শরীফ হতে যাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহিমুস সালাম) এবং কিতাবের প্রতি ঈমান আনবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদা তা'লা এবং তাঁর রসূল (সা.) কর্তৃক নির্ধারিত কর্তব্যসমূকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করে যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করে সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ে আকিদা ও আমল হিসেবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদী-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেয়া হয়েছে, তা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া বা খোদা-ভীতি এবং সততা বিসর্জন দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকবে, কবে সে আমাদের বুক চিরে দেখেছিল, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্বেও অন্তরে আমরা এসবের বিরুদ্ধে ছিলাম"?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা" অর্থ্যাৎ - সাবধান! নিশ্চয় মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের ওপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাৎ।

(আইয়ামুস্ সুলেহ্ পুস্তক, পৃষ্ঠা: ৮৬-৮৭)

গতকাল যাদের বিবাহ হলো:

১. কন্যা-লাকী আক্তার (আমাতুল কবীর)
পিতা: মরহুম আব্দুল খালেক, উত্তর বাহেরচর, তারানগর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা -১৩১২
পাত্র: আহমদুর রহমান (সুমন) পিতা, মোহাম্মদ আব্দুর রব ১২৩/৫ পশ্চিম দেওভোগ, নারায়ণগঞ্জ
(মোহরানা-২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার)

২. কন্যা: সিনথিয়া খান প্রিয়া
পিতা: মাহবুব খান
আহমদ নগর, ধাক্কামারা, পঞ্চগড়
পাত্র: কামরুজ্জামান আকন্দ
পিতা- শামসুজ্জামান আকন্দ
ডাংগাপাড়া, নতুন বন্দর, বোদা, পঞ্চগড়
(মোহরানা- ৮০,০০০/- (আশি হাজার)

৩. কন্যা- স্নিগ্ধা রহমান
পিতা-মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান
আহমদনগর, ধাক্কামারা, পঞ্চগড়
পাত্র-তানভীর আহমদ তারেক
পিতা: মোহাম্মদ মেহেরুল ইসলাম
আশুলিয়া (মোহরানা: ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার)

৪. কন্যা-ফাহাত সুলতানা ইকরা
পিতা-রফিক আহমদ পাটওয়ারী
চরদুখিয়া, গন্ডামারা, ফরিদগঞ্জ, জেলা, চাঁদপুর
পাত্র-মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন
পিতা-মোহাম্মদ আব্দুল জলিল
শ্রীদরপুর, হালিমা নগর, কোতয়ালী, কুমিল্লা (মোহরানা- ২,৫০,০০১/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এক টাকা)

বিয়ের এলান করেন মওলানা বশীরুর রহমান, মুরব্বী সিলসিলাহ।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আজ জলসা গাহের শৃঙ্খলা রক্ষার্থে অধিবেশন চলাকালীন জলসা বুলেটিন জলসা গাহে বিক্রি হবে না। অধিবেশনের পূর্বে বা পরে অথবা জলসা গাহের বাহিরে বুকস্টল বা ক্ষুদে স্বেচ্ছা সেবকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করুন।

বিশেষ তবলিগী সভা

গতকালের ন্যায় আজও মাগরিব ও এশার নামাযের পর জলসা গাহে এক জনাকীর্ণ পরিবেশে তবলিগী অধিবেশন শুরু হয়। মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেবের পরিচালনায় এই অনুষ্ঠান সন্ধ্যা ৬:৪৫ মিনিটে শুরু হয়ে রাত ১০.০০ পর্যন্ত এই অনুষ্ঠান চলে। উক্ত অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে হুযূর আকদাস (আই.)-এর পক্ষ থেকে সম্মানিত প্রতিনিধি মওলানা সৈয়দ শামশাদ আহমদ নাসের সাহেব বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। প্রাণবন্ত এই অনুষ্ঠানে অ-আহমদী মেহমানগণ আহমদীয়াতের বিষয়ে খোলামেলা প্রশ্ন করেন এবং বক্তাদের পক্ষ থেকে সন্তোষজনক উত্তর পেয়ে আস্বস্ত হন। আর এর ফলশ্রুতিতে **অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে ১৪ জন বয়াত গ্রহণ করে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের দলভুক্ত হন।**

জলসা বুলেটিনে দেয়া কানাডা প্রবাসী জনাব নিজামুল হক সাহেবের সাক্ষাৎকার

জলসা বুলেটিন প্রতিনিধি নিজামুল হক সাহেবেরে কাছে কয়েকটি বিষয় জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমার নাম নিজামুল হক, পিতার নাম শহীদুল হক। আমার জন্ম ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। বর্তমানে আমি কানাডার সবচেয়ে বড় জামাত পিস ভিলেজ জামাতের কেন্দ্রীয় আমেলার একজন সদস্য। আমি সেখানে পনর বছর যাবত বসবাস করছি। পিস ভিলেজ জামাতের আমি ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগ হিসেবে কাজ করার সৌভগ্য পাচ্ছি, আলহামদুলিল্লাহ। এছাড়া হিউম্যানেটি ফার্স্ট সংগঠনের বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রমেও আমি নিয়মিত অংশ নিয়ে থাকি। কানাডা মূলত একটি মহাদেশ, এখানে ৭২টি জামাত রয়েছে। সেখানকার ন্যাশনাল আমীর সাহেবের নাম জনাব লালখান মালিক। তিনি আমাদেরকে যথেষ্ট ভালোবাসেন, কাজে উৎসাহিত করেন। আমি কানাডা থেকে কাদিয়ানের জলসা উপলক্ষ্যে প্রথমে ২২ ডিসেম্বর রওয়ানা দেই, এরপর কাদিয়ানের জলসা সমাপ্ত করে বাংলাদেশে আসি। বাংলাদেশে এসে তারুয়া জলসায় অংশ নেই আর এখন বাংলাদেশ জলসায় অংশ নিতে পেরে আমার খুবই ভালো লাগছে। তারুয়া জলসায় ন্যাশনাল আমীর সাহেব-এর সাথে দেখা হলে তিনি বলেছিলেন, বাংলাদেশ জলসায় কয়েক মিনিটের জন্য শুভেচ্ছা বক্তৃতা রাখার এই জন্য আমি ন্যাশনাল আমীর সাহেবকে ধন্যবাদ জানাই।

কানাডা জামাতের কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, কানাডা জামাতের প্রত্যেকটি সংগঠন অর্থাৎ খোদ্দাম, আতফাল, লাজনা এবং আনসারুল্লাহ খুবই শক্তিশালী এবং কর্মঠ। আমরা কানাডাতে জামাতের সব সংগঠন মিলে একসাথে তবলীগ করি, একটি বিশেষ দিনে পুরো কানাডাতে তবলীগ করি, লাখ লাখ লোকের কাছে লিফলেট, বই পৌছাই, তারা আমাদেরকে সাদরে গ্রহণ করে।

জলসা সম্পর্কে তিনি বলেন, এই জলসা দুনিয়াবী কোন জলসা নয়, আমরা যেন বক্তৃতাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনি এবং সেগুলো নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করি এছাড়া আহমদী হয়ে আমরা যেন পরিপূর্ণভাবে আহমদীয়াতের শিক্ষা অনুযায়ী চলি এবং পূর্বপুরুষদের মর্যাদাকে ধরে রাখি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যে দায়িত্ব আমাদেরকে দিয়েছেন তা যেন পরিপূর্ণভাবে পালন করি এবং বেশি বেশি তবলীগ করি।

শেষ দিকে তিনি বলেন, আমি আমার পূর্ব পুরুষদের যারা প্রথম যুগে আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন তাদের জন্য সবার কাছে দোয়ার আবেদন করছি, সেই সাথে ১৭ জানুয়ারী ২০১৫ আমার স্ত্রী ইহলোক ত্যাগ করেন তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাতের জন্যও সবার কাছে দোয়ার আবেদন করছি।

শেষে আমি এই কথাটিই বলব, আমরা যেন তবলীগের ময়দানে মুখর থাকি। আহমদীয়াতের জন্মই হয়েছে তবলীগের জন্য। এছাড়া নিয়মিত আমরা যেন এমটিএ দেখি, হুযূরের খুতবা শুনি। আমার ঘরে সব সময় এমটিএ চ্যানেল দেখি, এর মধ্যে হুযূরের খুতবা, বাংলা অনুষ্ঠান, সত্যের সন্ধানে ছাড়াও বিভিন্ন অনুষ্ঠান দেখি। জলসা বুলেটিনকে মূল্যবান সময় দেয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

বুলেটিন প্রতিনিধি

editorial@prothom-alo.info

প্রথম আলো

শনিবার, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

ঢাকায় আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের ৯২তম সম্মেলন শুরু

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের তিন দিনব্যাপী সম্মেলন গতকাল শুক্রবার ঢাকার বকশী বাজারে শুরু হয়েছে।

৯২তম এই বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলিফা মির্যা মাসরূর আহমদের প্রতিনিধি যুক্তরাষ্ট্রের আঞ্চলিক মোবাল্লেগ সৈয়দ শামশাদ আহমদ নাসের। তিনি উদ্বোধনী বক্তৃতায় জলসার উদ্দেশ্য ও আহ্‌মদীদের দায়দায়িত্ব সম্পর্কে বলেন, আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যরা ইমাম মাহদি (আ.)-কে মান্য করার মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক নেয়ামত লাভ করেছে এবং শতাধিক বছর ধরে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিভিন্নভাবে অবদান রাখছে।

বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন, জামেয়া আহ্‌মদীয়া বাংলাদেশের অধ্যক্ষ মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকী, সালেহ আহমদ প্রমুখ। বিজ্ঞপ্তি।

SATURDAY, FEBRUARY 6, 2016, MAGH 24, 1422 BS

A speaker addresses the 92nd congregation of the followers of Ahmadiyyah sect in the capital's Bakshibazar area on Friday. — New Age photo

Annual convention of Ahmadiyyas begins

DU Correspondent

THE 92nd annual convention of Ahmadiyya Muslims began at their national headquarters on Bakshi Bazar Road in the city on Friday.

Worldwide Ahmadiyya Muslim Jama'at supreme head's special representative Syed Shamsad Ahmad Nasir inaugurated the three-day convention calling upon all to follow 'the true Islamic teachings.'

Organisers said that due to the recent attack and political unrest in Bangladesh, there was a degree of uncertainty about the event, but the situation was much better and stable now.

নীতির প্রশ্নে আপোসহীন The Daily Janakantha

ঢাকা ॥ শনিবার ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

আহমদীয়া জামায়াতের সম্মেলন শুরু

স্টাফ রিপোর্টার ॥ আহমদীয়া মুসলিম জামায়াতের ৯২তম বার্ষিক সম্মেলন শুরু হয়েছে। পবিত্র কুরআন ও বিশ্বশান্তির দূত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর অনুপম শিক্ষা প্রচারের আহ্বানের মধ্য দিয়ে শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর বকশিবাজারে তিনদিনব্যাপী এই সম্মেলন শুরু হয়। বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামায়াতের বর্তমান খলিফা হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই)-এর প্রতিনিধি যুক্তরাষ্ট্রের রিজিওন্যাল মোবাল্লেগ মোহতরাম মাওলানা সৈয়দ শামশাদ আহমদ নাসেরের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। এ সময় তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামায়াতের জলসার উদ্দেশ্য এবং দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

জলসায় বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে প্রায় ৫ হাজার প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করছেন। এছাড়া ইংল্যান্ড, কানাডা, আমেরিকা ও ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরাও সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। আজ শনিবার বিকেলে সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনে সুশীল সমাজের বক্তারা শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখবেন বলে আহমদীয় মুসলিম জামায়াতের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

যাঁর প্রতি আমরা চিরকৃতজ্ঞ

Hazrat Hakim Muhammad Hussain Qureishi[ra]

প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী(আ.)-এর একজন নিষ্ঠাবান সাহাবী হযরত হেকিম মোহাম্মদ হোসেন কুরাইশী(রা.) হলেন সেই মহান ব্যক্তিত্ব যার মাধ্যমে আহমদীয়াতের সংবাদ প্রথম বাংলাদেশে পৌঁছে। ১৯০২ সনের ২৭শে অক্টোবর ব্রাহ্মণবাড়িয়া বারের এডভোকেট মুন্সি দৌলত আহমদ খাঁ লাহোরের হযরত হেকিম মোহাম্মদ হোসেন কুরাইশী(রা.)-এর নিকট মুফাররাহে আম্বারী নামক হেকিমী হালুয়া প্রেরণের জন্য পত্র প্রেরণ করেন। উর্দূতে এ পত্রটি লিখে দেন মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ(রহ.)। নভেম্বর মাসের মাঝামাঝিতে হেকিম সাহেব এডভোকেট সাহেবের নিকট ভিপি যোগে প্রেরিত হেকিমী ঔষুধের সাথে হযরত ইমাম মাহ্দী(আ.)-এর শুভাগমনের সুসংবাদসমৃদ্ধ 'তফসীরে সূরা জুমুআ' নামক এক বিজ্ঞাপন প্রেরণ করেন। এর লেখক ছিলেন হযরত মওলানা হেকিম হাফেয নূরুদ্দীন(রা.), যিনি পরবর্তীকালে হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল হিসেবে খিলাফতের মসনদে সমাসীন হয়েছিলেন। যোগাযোগের এই সূত্র ধরেই বাংলার মাটিতে আহমদীয়াতের আনুষ্ঠানিক সূচনা। ফাজাযাহুমুল্লাহু আহসানাল জাযা।

theindependent
DHAKA, SATURDAY FEBRUARY 6, 2016
www.theindependentbd.com

3-day annual convention of Ahmadiyya's begins in city

STAFF REPORTER

The three-day annual Convention of the Ahmadiya Muslim Jamaat Bangladesh begun yesterday at its national headquarters at Bakshibazar in the capital with a call to spread the teachings of holy Quran and the Prophet Hazrat Muhammad (SM).

Mawlana Shamshad Ahmad Nasir, regional missionary of USA and the representative of supreme head of the worldwide Ahmadiyya Muslim Jamaat Mirza Masroor Ahmad inaugurated the convention, emphasising the significance of the convention in the backdrop of the contemporary world situation, the responsibilities of the Ahmadiyya Muslims, says a news release of the organisation.

আহমদিয়া জামাতের ৩ দিনব্যাপী বার্ষিক সম্মেলন শুরু

কাদিয়ানি হিসেবে পরিচিত 'আহমদিয়া মুসলিম জামাত' বাংলাদেশের তিন দিনব্যাপী ৯২তম বার্ষিক সম্মেলন গতকাল থেকে ৪ নম্বর বকশী বাজার রোড, ঢাকায় শুরু হয়েছে। বিশ্ব আহমদিয়া জামাতের বর্তমান খলিফা মির্যা মাসরূর আহমদের (আই) প্রতিনিধি যুক্তরাষ্ট্রের রিজিওনাল মোবাল্লেগ সৈয়দ শামশাদ আহমদ নাসেরের সভাপতিত্বে উদ্বোধন অধিবেশন শুরু হয়। এতে আলোচনা করেন শাহ নুরুল আমিন মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী। রোববার সমাপনী অধিবেশনে মির্যা মাসরুর আহমদ লন্ডন থেকে মুসলিম টেলিভিশন আহমদিয়ার (এমটিএ) মাধ্যমে বক্তব্য রাখবেন। বিজ্ঞপ্তি।

শনিবার ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ■ ২৪ মাঘ ১৪২২

মাহমুদ আহমদ

মুসলিম বিশ্বের চাই এক ইমাম

মুসলিম জাহান আজ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। শ্রেষ্ঠ নবী খাতামান নবীইন হজরত মুহাম্মদের (সা.) অনুসারীরা আজ সর্বগ্রাসী অবক্ষয়ের শিকার হয়ে বিধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। অধঃপতিত মুসলমানরা আজ প্রকৃত ইসলামের স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সারা মুসলিম আজ শতধা বিভক্ত হয়ে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়েছে, আর মুসলমানদের এই অনৈক্যের কারণেই ভ্রাতৃঘাতী দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত হয়ে পড়তে দ্বিধাবোধ করছে না। ইরান, ইরাক, সিরিয়া, আফগানিস্তান ইত্যাদি দেশগুলোর যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ প্রতিদিন ঘটছে আর এতে অগণিত নিরীহ মুসলসান এবং নিষ্পাপ শিশু নিহত হচ্ছে এর প্রতিকারের জন্য কি কারও কোনো মাথাব্যথা আছে? ইতিহাস থেকে জানা যায়, যখন থেকে মুসলমানরা ভ্রাতৃঘাতী দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত হয়ে পড়েছে, তখন থেকেই তাদের উন্নতি ও অগ্রগতি থেমে গেছে। পৃথিবীর বর্তমান যে পরিস্থিতি, চারদিক দিয়ে মুসলমানরা আজ নানা সমস্যার সম্মুখীন এবং সর্বত্রে তারা মার খাচ্ছে এর কারণ কী?

এর একমাত্র কারণ হলো মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ঐশী ইমাম বা নেতা নেই। মুসলমানদের এ অধঃপতন থেকে উদ্ধারের একটাই পথ আছে আর তাহলো ঐশী নেতৃত্ব। এমন একক ঐশী নেতৃত্ব যিনি এসে অশান্ত বিশ্বকে শান্তিময় করে তুলবেন, যিনি সারা মুসলিম বিশ্বের ইমাম হবেন, যার নেতৃত্বে ইসলামের বিশ্ব বিজয় সংঘটিত হবে। যিনি রক্তাক্ত বিশ্বকে তরবারির পরিবর্তে পবিত্র কোরআন ও হাদিসের আলোকে যুক্তি উপস্থাপন করে বিশ্বের সব ধরনের সন্ত্রাসী কার্যক্রমকে ধ্বংস করবেন এবং দেশে দেশে মুসলিম বিশ্বে যে কারবলা সংঘটিত হচ্ছে তা তিনি দূর করবেন। শ্রেষ্ঠ নবীর, শ্রেষ্ঠ উম্মতের এই চরম অধঃপতন ও বিপর্যয় থেকে উদ্ধারের জন্য একক নেতৃত্বের বিকল্প নেই। মহানবী (সা.) বিশ্ববাসীকে ধ্বংস ও পতন থেকে রক্ষা করে পুণ্যের পথে চালিত করার জন্যই এ পৃথিবীতে এসেছিলেন। তিনি ঐশী নেতৃত্বের প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্য স্বীকার করে একতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে ভ্রাতৃত্বের সেতুবন্ধ সুদৃঢ়তর করে প্রগতির পথে চলতে বলেছেন। আজ সারা মুসলিম জাহান কোন পথে চলছে?

ইসলাম একটি শান্তিপ্রিয় ধর্ম এবং এর শিক্ষা অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের। ইসলামের শিক্ষাগুলোর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো সমাজ ও দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। এটি এমন এক অনিন্দ সুন্দর শিক্ষা যে, প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণ অমুসলিমও এ শিক্ষা শুনে প্রশংসা না করে পারে না। কিন্তু তারা প্রশ্ন করে, এ শিক্ষার ওপর মুসলমানদের আমল কোথায়? পৃথিবীতে ন্যায়বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই মহানবীর (সা.) আগমণের উদ্দেশ্য এবং তিনি নিজ আমল দ্বারা সর্বত্রে শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষমও হয়েছিলেন। যেভাবে কোরআনে বলা হয়েছে– 'বলো, আমার প্রভু আমাকে ন্যায়বিচার করার নির্দেশ দিয়েছেন' (সুরা আরাফ : ২৯)। এ ছাড়া দেখুন, ইসলামের শিক্ষা কত উন্নত যে, বলপ্রয়োগ করে ইসলামের প্রচার করতে পর্যন্ত বারণ করা হয়েছে। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে হজরত রাসুল করিম (সা.) বলেছেন, 'একজন মুসলমান হলো সেই ব্যক্তি, যার হাত ও জিহ্বা হতে অন্যেরা নিরাপদ থাকে' (বোখারি ও মুসলিম)। বস্তুত ইসলামি শিক্ষা এক মুসলমানকে শান্তিপ্রিয়, বিনয়ী এবং মহৎ গুণাবলির অধিকারী হতে উদ্বুদ্ধ করে। এই শিক্ষা ভুলে পরস্পর হানাহানির নীতি কোনোক্রমেই ইসলাম সমর্থন করে না। আজ এ কথা অনেকেই বাস্তব ক্ষেত্রে বেমালুম ভুলে বসেছে। যদি আমার হাত ও মুখ থেকে অন্যরা নিরাপদ না থাকে তাহলে আমার কাজে প্রমাণ করে যে, আমি শান্তির ধর্ম ইসলামের অনুসারী নই। অথচ এই শান্তির ধর্ম ইসলামের

নামেই আজ বিভিন্ন দেশে নিরীহ মানুষ হত্যা করা হচ্ছে, আহমদিয়া মুসলিম জামাতের মসজিদসহ বিভিন্ন মসজিদে বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হচ্ছে, স্কুলে নিষ্পাপ শিশুদের হত্যা করা হচ্ছে, বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে; যা কখনোই কাম্য ছিল না ইসলামের অনুসারীদের জন্য।

আজ মুসলমানদের মধ্যে কোনো ঐশী ইমাম নেই, যার ফলে সারা মুসলিম জাহান যেন আজ এক রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়েছে। আমরা জানি, প্রিয় নবীর (সা.) অন্তর্ধানের পর মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম একক নেতৃত্বের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; কিন্তু যখন থেকে মুসলমান একক নেতৃত্বকে ভুলে বসল তখন থেকেই মুসলিম উম্মাহর রক্তঝরা শুরু হয়। তাই মুসলিম বিশ্বকে আবার এক পতাকাতলে একত্রিত করার জন্য একজন সত্য সংস্কারকের প্রয়োজন।

মহান আল্লাহতাআলা এই অশান্ত বিশ্বকে শান্তিময় করুন, এই আমাদের প্রার্থনা।

লেখক: ইসলামি গবেষক ও কলামনিস্ট
masumon83@yahoo.com
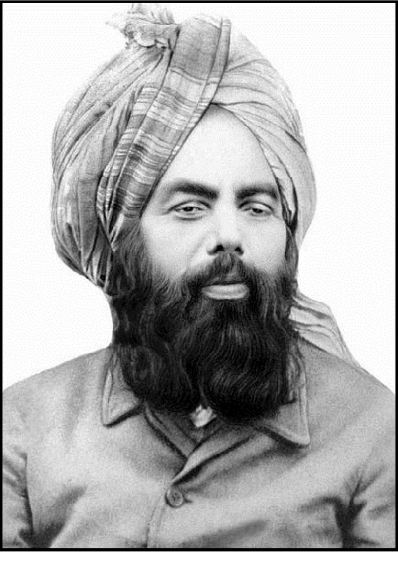
নামাযে স্বাদ ও আগ্রহ সৃষ্টির জন্য ইমাম মাহদী (আ.)-এর শেখানো দোয়া

"হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে দেখছ, আমি কেমন অন্ধ এবং দৃষ্টিশক্তি বঞ্চিত আর আমি এখন একেবারে মৃত অবস্থায় আছি। আমি জানি কিছুক্ষণ পরই আমার ডাক আসবে আর আমাকে তোমার দিকেই চলে যেতে হবে তখন আমাকে কেউ ধরে রাখতে পারবে না। কিন্তু আমার হৃদয় অন্ধ এবং শক্তিহীন। তুমি আমার হৃদয়ে নূরের এমন আগুণ অবতীর্ণ কর যেন তোমার ভালোবাসা এবং তোমার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে যায়। তুমি আমার প্রতি এমন কৃপা কর যেন আমি অন্ধ হয়ে তোমার সামনে উপস্থিত না হয় এবং অন্ধ ও দৃষ্টিশক্তি বঞ্চিতদের অন্তর্ভুক্ত যেন না হয়।" *(মলফূযাত, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২১)*

টুকরো খবর

✡ গতকাল এমটিএ বাংলার বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমগুলোতে (ইউটিউব এমটিএ বাংলা চ্যানেল, টুইটার, ফেসবুক) ২৭৬৫ দর্শকের রিপোর্ট পাওয়া গেছে।

✡ যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ইতালি, সিয়েরা লিওনসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শুভেচ্ছা বাণী এসেছে।

✡ দর্শকগণ আল্লাহর ফজলে স্বাচ্ছন্দ্যে বাফারিং ছাড়াই ইউটিউবে জলসা উপভোগ করছেন।

আজকের মেনু

সকালে ভুনা খিচড়ী, দুপুরে গরুর মাংস ভাত, রাতে সব্জি ডাল।

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) গত শুক্রবার যে জুমআর খুতবা প্রদান করেন তার সারসংক্ষেপ

গত শুক্রবার লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগে জামাতের একজন বন্ধু জলসায় প্রদত্ত বক্তৃতায় বলেন, আহমদীয়া জামাত এবং অন্যদের মধ্যে মূল পার্থক্য হলো, অন্যরা মরিয়ম তনয় হযরত ঈসা (আ.)-এর স্বশরীরে আকাশে যাওয়ায় বিশ্বাস করে আর আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি স্বাভাবিকভাবে মারা গেছেন। এছাড়া তাদের আর আমাদের মাঝে অন্য কোন বিষয়ে মতবিরোধ নেই।

তিনি বলেন, শুধু ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু প্রমাণের জন্যই অধম প্রেরিত হয়নি। এমন ছোট্ট একটি কাজের জন্য আল্লাহর এই জামাত গঠনের কোন প্রয়োজন ছিল না। বরং এই জামাত প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য হলো, মুসলমানদের ব্যবহারিক সংশোধন। কেননা, মুসলমানদের আমল-আখলাক বা আচার-আচরণে বিকৃতি দেখা দিয়েছিল। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে মিথ্যা দূর করে সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরণ করেন।

এরপর হুযূর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভাষায় মুসলমানদের মাঝে সৃষ্ট সমস্যাদি এবং তা সমাধানকল্পে গুরুত্বপূর্ণ হিতোপদেশ প্রদান করেন।

হুযূর আকদাস (আ.) বলেন, তোমরা নিজেদের সত্যের মানকে উন্নত করো আর নিজেদের ও অন্যদের মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য করে দেখাও।

আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে মুমিনের পরিচয় বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, তারা মিথ্যা স্বাক্ষ্য দেয় না।

এরপর মিথ্যা ও শির্ক সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ মিথ্যার জন্য 'যুর' শব্দ বলেছেন। মিথ্যা, ভুল বলা, মিথ্যা স্বাক্ষী দেয়া, খোদা তা'লার সাথে কাউকে শরীক করা, এমন বৈঠক বা স্থান যেখানে মিথ্যার বেসাতী করা হয়, গান-বাজনা এবং অনর্থক ও মিথ্যা বলার বৈঠক– এগুলোই হলো 'যুর' শব্দের অর্থ।

যারা মিথ্যা ও বেহুদা কাজকর্ম থেকে নিজেদের মুক্ত রাখে আর নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সাধন করে তারাই সত্যিকার অর্থে মু'মিন।

আনুগত্যের দাবী হল, মহানবীর পদাঙ্ক পূর্ণরূপে অনুসরণ করা। তারপর দেখ! খোদা তা'লা কীভাবে কৃপা করেন। সাহাবীগণ নবীর সেই চাল-চলন বা আচার-ব্যবহার অবলম্বন করেছিলেন ফলে দেখ! আল্লাহ্ তাদেরকে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছিয়েছেন। তারা জগতকে হেলাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন আর একেবারেই দুনিয়ার মোহ থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। নিজেদের আশা-আকাঙ্খার ওপর এক মৃত্যু আনয়ন করেছিলেন। এখন তোমরা নিজেদের অবস্থা তাদের সাথে তুলনা করে দেখো যে, তোমরা তাদের পথে আছো কি-না? পরিতাপ! এখন মানুষ জানে না যে, খোদা তা'লা তাদের কাছে কি প্রত্যাশা করেন।

এরপর হুযূর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবন চরিত থেকে বিভিন্ন ঘটনা উদ্ধৃত করে বলেন, তিনি কোন ক্ষেত্রেই সত্যের আঁচল পরিত্যাগ করেন নি। ভয়াবহ বিপদের সময়ও বুক ফুলিয়ে তিনি সত্য বলতেন আর আল্লাহর ফযলে সত্যের কল্যাণে তিনি সম্মানিত হতেন। বিধর্মীরা পর্যন্ত সত্যের কারণে তাঁকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতেন। এখানে হুযূর তাঁর বিরুদ্ধে রালিয়া রামের ডাক খানার মোকদ্দমার কথা উল্লেখ করেন।

হুযূর বলেন, অনেকেই বলে, মিথ্যা ছাড়া জীবন অচল। এটি একেবারেই অনর্থক ও বাজে কথা। এটি জগতপূজারী এবং দুনিয়ার কীটদের দৃষ্টিভঙ্গি। আসল কথা হল, সত্য ছাড়া এক মুহূর্তও জীবন কাটানো সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি সত্য বলে সে লাঞ্ছিত হবে এটি খোদার আত্মাভিমান কখনো সহ্য করে না।

অনেকেই বলে, সত্য বলার কারণেই মানুষ শাস্তি পায়। আসলে সত্য বলার কারণে কেউ শাস্তি পায় না বরং তাদের গুপ্ত ও প্রচ্ছন্ন অপরাধের কারণে খোদা তাদের শাস্তি দেন। খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর কিন্তু মানুষ সীমা ছাড়িয়ে গেলে তিনি তাদের শক্ত হাতে ধরেন আর কঠিন শাস্তি দেন।

কাজেই আমাদের প্রত্যেক আহমদীকে আত্মবিশ্লেষণ করতে হবে যে, মামলা-মোকদ্দমা, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিয়ে-শাদী, সরকারের কাছ থেকে বেনিফিট গ্রহণ এবং এসাইলেম করার ক্ষেত্রে আমরা যেন কোনভাবেই মিথ্যার আশ্রয় না নেই।

জামাতের কর্মকর্তাদের রিপোর্ট প্রদানের ক্ষেত্রে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে রিপোর্ট দেয়া উচিত। খেয়াল রাখতে হবে, কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেন বাদ পড়ে না যায়। আমিত্ব পরিহার করে খোদাভীতির চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে সত্য ও সঠিক রিপোর্ট প্রদান করা আবশ্যক। মনে রাখবেন, সত্যিকার আহমদী সে যে রসূলের আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে খোদার প্রকৃত বান্দা হওয়ার চেষ্টা করে।

হুযূর বলেন, জাগতিক স্বার্থ উপেক্ষা করে আর স্বল্পেতুষ্ট থেকে খোদার নির্দেশ অনুসারে আল্লাহ্ আমাদের পবিত্র জীবন যাপনের তৌফিক দিন।

পরিবহন জ্ঞাতব্য

রুট -১ ০৫ ট্রিপ

বকশীবাজার শাহবাগ ফার্মগেইট বাংলামোটর মোড় আগারগাঁও তালতলা শেওড়াপাড়া মিরপুর-১০ পল্লবী মীরপুর-১২

জলসা শেষ হওয়ার ৩০মি. পর, রাত-৭.০০, রাত ৮.০০, রাত ৯.০০, রাত ৯.৩০

রুট -২ ০১ ট্রিপ

মীরপুর-১০ শেওড়াপাড়া তালতলা আগারগাঁও বাংলামোটর মোড় ফার্মগেইট শাহবাগ বকশীবাজার

সকাল ৭.৩০ -এ মীরপুর মসজিদ থেকে একটি ট্রিপ ছাড়বে।

রুট -৩ ০৩ ট্রিপ

বকশীবাজার ঝিকাতলা কাজী নজরুল ইসলাম রোড (মোঃপুর) টেকনিক্যাল মিরপুর-১ সনি সিনেমা হল কমার্স কলেজ মিরপুর-১১ মিরপুর-১২

জলসা শেষ হওয়ার ৩০মি. পর, রাত-৭.৩০, রাত ৮.৩০

রুট -৪ ০১ ট্রিপ

বকশীবাজার এয়ারপোর্ট মোড়

বিঃ দ্রঃ - নারায়ণগঞ্জ, ফতুল্লা, মাদার টেক এর যাত্রীদের জন্য রাত ৮.৩০ -এ একটি বাস হকি স্টেডিয়াম পর্যন্ত যাবে।

(নঈম তফভিয) নাযেম,ট্রান্সপোর্ট,

নঈম- ০১৭১১১২৩৬২৬,০১৬১১১২৩৬২৬, রাসেল ১৭৩০৩৪০৭১১, সালমান -০১৭১১৫২৭৫৩৯,

জলসার দ্বিতীয় দিন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পথনির্দেশনা দান করে। একজন দুরারোগ্যকে ব্যধিমুক্ত করে। সূরা ফাতিহার এতই কল্যাণ যে, আল্লাহ্ তা'লা এটিকে তাঁর গ্রন্থের শুরুতেই উপস্থাপন করেন। মওলানা সাহেব দোয়া কবুলীয়তের বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করে আমাদের উদ্দেশ্যে এটিই বুঝাতে চেয়েছেন যে, দোয়ার মতো কার্যকারিতা অন্য কিছুতে সম্ভব নয়।

বিকালের অধিবেশন শুরু হয় বিকাল ২.৪৫ মি: এ পবিত্র কুরআন পাঠের মাধ্যমে। এতে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা। এতে সমকালীন বিশ্ব প্রেক্ষাপটে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন, জনাব মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ্। তিনি

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা তাঁর কৃত ভবিষ্যদ্বাণী থেকে দর্শকদের সামনে তুলে ধরেন। এছাড়া সমকালীন বিশ্বে কিভাবে অশান্তি, অরাজকতা এবং অপসংস্কৃতি চারদিকে ছড়াচ্ছে আর এ থেকে পরিত্রাণের উপায় কি তা-ও বর্ণনা করেন। একই ভাবে বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করে তা কিভাবে পরিপূর্ণতা পেয়েছে সমকালীন বিশ্বে তা পরিষ্কারভাবে তিনি বর্ণনা করেন। সমকালীন বিশ্ব প্রেক্ষাপটে অশান্তি থেকে নিস্তার লাভ করতে কিভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানগণ আহমদীয়া জামাতের খলীফাকে তাদের দেশে শান্তির বার্তা পৌছানোর দাওয়াত দিচ্ছেন তা-ও তিনি অতি সুন্দর বিবৃতির মাধ্যমে উল্লেখ করে তার বক্তৃতা সমাপ্ত করেন।

এরপর মানবতার সেবায় আহমদীয়া মুসলিম জামাত বিষয়ে বক্তব্য রাখেন, আলহাজ্জ আহমদ তবশির চৌধুরী। তিনি তার বক্তৃতার শুরুতে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মোটো 'ভালোবাসা সবার তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে' এই বাণী পাঠের মাধ্যমে সবাইকে মানবতার সেবায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তারপর একে একে জামাতে আহমদীয়ার বিশ্বব্যাপি মানবসেবার এক সংক্ষিপ্ত চিত্র অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুঁটিয়ে তুলেন। হিউম্যানিটি ফার্স্টের কথা বলেন যারা কিনা অহরাত্র মানবতার সেবায় নিবেদিত আছে। আফ্রিকার এমনও অনেক মন্ত্রী রয়েছেন যারা কিনা আহমদীদের প্রতিষ্ঠিত স্কুল কলেজেই লেখা পড়া করেছেন। স্বেচ্ছায় রক্তদান কেন্দ্র সহ এমনই অভিভূত প্রকল্পের সাথে আহমদীয়া মুসলিম জামাত বহু পূর্ব থেকেই সম্পৃক্ত। ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মানবতাই সবচেয়ে বড়, এটিই ইসলামের শিক্ষা। এই বলে তিনি তার বক্তৃতা শেষ করেন।

এরপর সন্ত্রাসবাদ বনাম ইসলামে শান্তির শিক্ষা বিষয়ে মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী বক্তব্য রাখেন, তিনি বলেন, ইসলাম ব্যতিত অন্যান্য ধর্মালম্বী কিছু গোষ্ঠী ইসলামের বিরুদ্ধে এই আপত্তি উত্থাপন করে যে, ইসলাম নাকি সন্ত্রাসবাদের শিক্ষা দেয়। কোথায় পেলো তারা এই শিক্ষা আমার বোধগম্য নয়। সকলের সামনে এই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে মওলানা সহেব তার বক্তৃতা শুরু করেন। এরপর কুরআন করীমের সূরা হজ্জের ৪০ থেকে ৪২ নম্বর আয়াত তিলাওয়াত করে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা তুলে ধরেন। মুসলমানগণ আল্লাহ্ তা'লার আদেশেই যুদ্ধ শুরু করেছিল আর সেটি ছিল আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ। একাধারে দশ বছর অত্যাচার সহ্য করার পরে যখন দেখা গেল আল্লাহ্ তা'লার সর্বশ্রেষ্ঠ শরীয়ত ধ্বংস হয়ে যাওয়ার উপক্রম তখনই মহান আল্লাহ্ তা'লা এই আদেশ দিয়েছিলেন কিন্তু হাদীস মূলে আমরা জানতে পারি এটি সবচেয়ে ছোট জিহাদ। যেখানে ইসলাম আত্মশুদ্ধিকে বড় জিহাদ আখ্যায়িত করে সেখানে মুষ্টিমেয় কতগুলো লোক ইসলামকে সন্ত্রাসবাদে পরিণত করছে। এরকম যুক্তি পাল্টা যুক্তির ক্রমধারায় তিনি প্রমাণ করে দেখান ইসলাম সন্ত্রাসবাদের কোন শিক্ষা দেয় না বরং বিশ্বব্যাপি শান্তির আরেক নাম ইসলাম।

জলসার এই অংশে মেহমানগণ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। এতে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন, ওমর বিন আব্দুল আযীয (তানিম), কাউন্সিলর, ঢাকা দক্ষিন সিটি করপোরেশন। তিনি বলেন, আহমদীদের মানব সেবা দেখে তিনি অভিভূত হন। কিছুদিন পূর্বে আমাদের জামাতে একজন নিষ্ঠাবান কর্মীর কাছে জানতে পারেন আমরা একশ জন স্বেচ্ছাসেবী তার সেবায় উপস্থিত করতে রাজী আছি। তিনি বলেন, সমস্ত শহর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করার কাজে আজ পর্যন্ত আমি এমন কোন দৃষ্টান্ত দেখতে পাইনি। এর চেয়ে বড় মানব সেবা আর কি হতে পারে।

এরপর করুণা ভিক্ষু, বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের ভাইস প্রেসিডেন্ট বক্তব্য রাখেন, তিনি তার সম্ভাষণে সবার উপরে মানবতাকেই রেখেছেন। মানবতা নিয়ে গৌতম বুদ্ধের শিক্ষা কি তা-ও তিনি সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। কোন দুঃখি ব্যক্তি সে যে ধর্মেরই হোক না কেন তার সেবা করাই বুদ্ধের পরম আদর্শ। আর এভাবেই কোন মানুষ নির্বান লাভ করতে পারে।
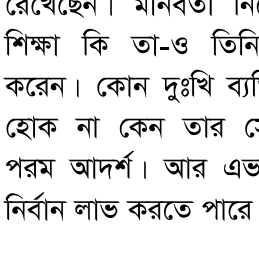
এরপর শ্রী শাসনপ্রিয় ভিক্ষু, ভারত থেকে আগত বক্তব্য রাখেন। আহমদীদের ভালোবাসার শ্লোগানকে তিনি সাধুবাদ জানান। এছাড়া মানবতার সেবা অত্যন্ত কঠিন সাধনার ফল তা-ও তিনি গৌতম বুদ্ধের জীবনাদর্শ থেকে উল্লেখ করেন। পরিশেষে আমাদের উদ্দেশ্যে বলে যান, "জগতের সকল প্রাণী সুখি হোক, দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করুক"।

এরপর শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ, আইনজীবি তথা বাংলাদেশ মাইনোরিটি ওয়াচ-এর প্রেসিডেন্ট বক্তব্য রাখেন। কিছুদিন পূর্বে রাজশাহীর বাগমারায় আমাদের মসজিদে যে আত্মঘাতি বোমা হামলা হয়েছিল সে ঘটনার প্রেক্ষিতে তিনি তার মানবিক দায়িত্ববোধ থেকে তৎক্ষনাৎ সেখানে ছুটে যান আর্তমানবতার সেবায়। তিনি বলেন, আমি সেরকম একটি দুঃসহ পরিস্থিতিতেও জামাতে আহমদীয়ার যে অতিথি আপ্যায়ন করেছে তা দেখে সত্যিই অভিভূত। এ আচরণ একজন মানুষ কোন উত্তম শিক্ষার পরিণতিতে করতে পারে তা আমি বুঝতে পারি। এজন্য আমি অন্তরের অন্তস্থল থেকে আপনাদেরকে আপনাদেরকে আমার ভালোবাসা এবং সালাম জানাই।

এরপর ফ্রান্সেস বেঞ্জামিন ডি কস্তা, ভাইস চ্যান্সেলর নটরডেম কলেজ, ঢাকা বক্তব্য রাখেন। একজন মনীষির বাণী দিয়ে তিনি তার বক্তৃতা শুরু করে বলেন, হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এ সবগুলোর মাঝে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। আমি ব্যক্তিগতভাবে মানবসেবার কাজে থাকতেই পছন্দ করি।

এরপর ফাদার তপন ডি রোজারিও, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্ত ধর্মীয় বিভাগের অধ্যাপক বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, খ্রিষ্টান বলুন, মুসলমান বলুন, হিন্দু বলুন, আমাদের সকলের শক্তি হচ্ছে সম্মিলিত সৌম্য ও সৌহার্দ্য।

এরপর কাজী রেহান সোবহান, মানবাধিকার কর্মী বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, আমার বাবা বিচারপতি এ.কে.এম সুবহান সাহেব আপনাদের জামাতকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। আপনাদের দাওয়াত পেয়েছেন অথচ আমার বাবা সেখানে যান নি এমনটি আমি কখনোই হতে দেখে নি। আমার বাবা মারা যাওয়ার পরে আমিও তার ভালবাসায় এই জামাতকে ছাড়তে চাই নি। কারণ আমি জানি, আপনারা সর্বদা সৃষ্টির সেরা মানবের কল্যাণে নিয়োজিত।

এরপর শ্রী কাজল দেবনাথ, হিন্দু, বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি বক্তব্য রাখেন, তিনি সবার শান্তি কামনা করেন।

পরিশেষে মমিনুল ইসলাম নামক একজন আমাদের শুভাকাঙ্খী আমাদেরকে নিয়ে তার রচিত একটি কবিতা জলসায় আগমনকারী সকলের উদ্দেশ্য পাঠ করে শুনান।

জলসায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

Love for All
Hatred for None

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয় কারো 'পরে

লন্ডনের বায়তুল ফুতূহ মসজিদে বাংলাদেশ জলসার সমাপনী অধিবেশনের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি

বাংলাদেশে বসে আমাদের অনেকের পক্ষে অনুধাবন করা কঠিন যে, যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ (আই.) বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন তখন লন্ডনে কত বড় আয়োজন চলে। বাংলা ডেস্ক থেকে মোহতরম মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব জানিয়েছেন,

মূল অনুষ্ঠান হবে তাহের হলে। কয়েক দিন ধরে অনেক মানুষ এ আয়োজনকে সফল করতে কাজ করছে। বেশ কিছু মেহমান ইউরোপের বিভিন্ন অংশ থেকে আসছেন। গত কয়েক দিন ধরে লঙ্গর খানাও প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। পুরো ব্যবস্থাপনা যুক্তরাজ্য জামাত সম্পন্ন করেছে। আমরা আশা করছি, লন্ডনে প্রায় চার হাজার মানুষ এ অধিবেশনে শামিল হবেন।

গতকালের উপস্থিতি

ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশনের ভিত্তিতে প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুযায়ী গতকালের উপস্থিতি

- আনসার ৮৯৯ জন
- খোদ্দাম ১০৮৮ জন
- লাজনা ৯৩৮ জন
- নাসেরাত ১৬৭ জন
- আতফাল ৩৬৭ জন
- শিশু ১০৫ জন
- অ-আহমদী মেহমান ১৯৮ জন (পুরুষ) ও ৫৬ জন মহিলা।
- বিদেশী মেহমান ৮
- অন্যান্য ২৯ জন

সর্বমোট- **৩৮৫৫ জন**

যাদের রেজিস্ট্রেশন বাকি রয়েছে তাদেরকে আজ রেজিস্ট্রেশন করে নেয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে।

92nd Jalsa Salana 2016
BANGLADESH

mta বাংলা